**নবগঠিত রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়ন এর**

**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ২৪ কার্তিক ১৪২৫, ৮ নভেম্বর, ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

বিজিবি’র মহাপরিচালক,

বিজিবি’র কর্মকর্তা ,

সৈনিক ও সদস্যবৃন্দ এবং

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

 আসসলামু আলাইকুম।

সীমান্তরক্ষী বাহিনী ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’-এর নবগঠিত রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়নের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নবগঠিত ব্যাটালিয়নের সদস্যসহ উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের সালাম।

জাতির পিতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম প্রহরেই এই বাহিনীর সদস্যগণ পাকিস্তান সৈন্যদের প্রতিরোধে নামে। ১৯৭১ সালে ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে পিলখানা থেকে তৎকালীন ইপিআরের বেতার কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেন।

তৎকালীন ইপিআর’র প্রায় সাড়ে ১২ হাজার বাঙালি সৈনিক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং ৮শ’ ১৭ জন শহিদ হন। ইপিআর’র দু’জন বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ এবং শহিদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ আমাদের গর্ব।

ইপিআরের ৮জন বীর উত্তম, ৩২জন বীর বিক্রম এবং ৭৭জন বীর প্রতীক মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করে বিজিবি’র ইতিহাস সমৃদ্ধ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা এ বাহিনীকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেন। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর এ বাহিনীর অগ্রযাত্রা স্থবির হয়ে পড়ে।

সুধিমন্ডলী,

২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি আমাদের সরকার গঠনের ১ মাস ১৯ দিনের মাথায়, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর-এ এক অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটে। আমরা দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করি।

কিন্তু সব উদ্যোগ গ্রহণের পরও এই দুঃখজনক ঘটনায় ৫৭জন সেনা কর্মকর্তা শহিদ হন। আমি সকল শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

পরবর্তীকালে আমরা বিডিআর-কে পুনর্গঠন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করি। বিজিবি পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে আমরা বিজিবি’র উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

* বিজিবি আইন ২০১০ প্রণয়ন।
* ৪টি নতুন রিজিয়ন, ৪টি নতুন সেক্টর, ১৫টি ব্যাটালিয়ন এবং আইসিটি ব্যাটালিয়ন সৃষ্টিসহ বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থাকে ঢেলে সাজানো।
* ইতোমধ্যেই সীমিত জনবল দিয়ে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়ন তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।
* সাভার ও আবদুল্লাপুর (কেরাণীগঞ্জ) এলাকায় আরও দুটি ব্যাটালিয়ন সৃষ্টির কার্যক্রম চলছে।
* বিজিবি’র জন্য আরও ১৫ হাজার জনবল নিয়োগের অনুমোদন।
* রামু রিজিয়ন সদর দপ্তর ও ২টি ব্যাটালিয়ন ছাড়াও আরও ৪টি সেক্টর, ১০টি ব্যাটালিয়ন, ডগ ট্রেনিং ও ব্রিডিং ইউনিট এবং নতুন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে।
* সীমান্তে ৭৫ কিলোমিটার পর পর একটি করে ব্যাটালিয়ন ও গড়ে ৫ কিলোমিটার পর পর বিওপি স্থাপন করা হবে।
* বিজিবি’র সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত এবং অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এয়ার উইং সৃষ্টি।
* এয়ার উইংয়ের জন্য খুব শীঘ্রই ২টি হেলিকপ্টার ক্রয় করা হচ্ছে।
* মিয়ানমার সীমান্তবর্তী নাফ নদী ও সুন্দরবন সীমান্তবর্তী নদী এলাকায় টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিজিবি’র সাংগঠনিক কাঠামোতে ২টি রিভারাইন ব্যাটালিয়ন ও ৬টি উচ্চ প্রযুক্তির নৌযান অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া চলছে।
* সীমান্ত সুরক্ষায় বর্ডার রোড নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
* কক্সবাজার সীমান্তসহ প্রায় ৩২৮ কিলোমিটার এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তি ও যানবাহন সম্মৃদ্ধ ‘বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স’ সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।
* দূর্গম এলাকায় অবস্থিত বিওপিসমূহ হতে যোগাযোগ রক্ষায় ডিজিটাল মোবাইল রেডিও নেটওয়ার্ক স্থাপন করার কাজ শুরু।
* আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে ২৩৭টি বিওপি বিল্ডিং, ১৬টি সৈনিক ব্যারাক, অফিসারদের জন্য ৬৩টি ফ্ল্যাট, জুনিয়র কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি ফ্ল্যাট, অন্যান্য পদবির জন্য ৩০০টি ফ্ল্যাট এবং ১৭টি জেসিও’স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।
* বিদ্যুৎবিহীন ৩৩৩টি বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপন।
* বর্তমানে পিলখানায় কর্মকর্তাদের জন্য ৩৬টি ফ্ল্যাট, অন্যান্য পদবীর বিজিবি সদস্যদের জন্য ৪৪৮টি ফ্ল্যাট, সীমান্তে ৬০টি নতুন বিওপির বিল্ডিং নির্মাণ এবং ৫৭৮টি বিওপির নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
* এছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ ৭২টি আধুনিক বিওপি নির্মাণ, চট্টগ্রামের রামগড় থেকে খাগড়াছড়ির কান্তালং পর্যন্ত ১২০ কি.মি. সীমান্ত সড়ক প্রকল্প এবং সীমান্তে সোলার স্ট্রিট লাইট প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।
* বিজিবি’র আভিযানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গত ৯ বছরে বিভিন্ন রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন ও বিওপি’তে ৩৪১টি পিকআপ, ১৪৬টি ৩টন ট্রাক, ১৮৬টি জীপ, ২৫টি এম্বুলেন্স, ১৯টি বাস, ১১টি মাইক্রোবাস এবং ১৭৭০টি মোটর সাইকেলসহ সর্বমোট ২,৫৮১টি বিভিন্নপ্রকার যানবাহন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ২০০টি পিকআপ বরাদ্দ করা হবে।
* এছাড়া এপিসি ও সুরক্ষিত অত্যাধুনিক হাইস্পীড জলযান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
* বিজিবি’র সদস্যদের কল্যাণের বিজিবি ‘ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’ গঠন করা হয়েছে।
* আমরা ‘সীমান্ত ব্যাংক’ করে দিয়েছি।
* ৩৮৪ জন নারী সৈনিকসহ মোট ২৫ হাজার ৯শ’ ৩৪ জন সৈনিক ও অসামরিক সদস্যকে বাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
* ৩৪ হাজার ৪৫৫ জন সদস্যকে পদোন্নতি প্রদান।
* স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অন্যান্য বাহিনীর সাথে বিজিবি’র হাবিলদার হতে সুবেদার মেজর পর্যন্ত পদবীর সদস্যদের বেতন বৈষম্য সমন্বয় করার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
* সর্বনিম্ন পদ থেকে সুবেদার মেজর পর্যন্ত সদস্যদের সীমান্ত ভাতা চালু।
* অগ্রিম বেতনসহ ২ মাসের বাৎসরিক অর্জিত ছুটি ভোগের সুযোগ প্রদান।
* রেশন সুবিধা ও মসলাভাতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
* পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত বিজিবি সদস্যদের জন্য সেনাবাহিনীর মত অপারেশন উত্তরণ পদক দেওয়ার কার্যক্রম প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
* ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ১৩টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে।
* খেতাবপ্রাপ্ত জীবিত ও প্রয়াত মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারবর্গের জন্য বসতবাড়ী নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে ।
* বিজিবি সদস্যদের দ্রুত সময়ে চিকিৎসা সুবিধার জন্য ঢাকার বাইরে ৪টি ৫০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তের বিভিন্ন বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে গত ২০১৭ সালের ২৬-এ জুলাই আমি রামু রিজিয়ন সদরদপ্তর স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করি।

ঐ বছর আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে রোহিঙ্গারা তাদের দেশ ছেড়ে আশ্রয়ের জন্য আমাদের সীমান্তে আশ্রয় নেয়। আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সঙ্গে আপনারা দায়িত্ব পালন করেছেন। এ জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ছিটমহলের মত জটিল একটি বিষয় আমরা অনেক সহজেই আপনাদের সকলের সহযোগিতায় সমাধান করতে সক্ষম হয়েছি।

সীমান্তে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের বিদ্যমান প্রায়োগিক পদ্ধতি, রীতি-নীতি এবং বিভিন্ন নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

দেশের সীমান্ত রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ও মহান দায়িত্ব আপনাদের উপর ন্যস্ত। সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তাসহ সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা আপনাদের পবিত্র দায়িত্ব। সীমান্তে দায়িত্ব পালনকালে আপনাদের দেশপ্রেম ও সততার সর্বোচ্চ স্বাক্ষর রাখতে হবে। ইতোমধ্যে কাজের মাধ্যমে আপনারা মানুষের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

সুধী,

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের মডেল। আমরা স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে।

আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। ঢাকায় মেট্রোরেল নির্মিত হচ্ছে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। মনুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। মানুষের মধ্যে আর হাহাকার নেই।

বহির্বিশ্বে আজ বাংলাদেশের নাম মর্যাদার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘কেউ দাবায়ে রাখবে পারবে না।’ বাংলাদেশকে কেউ দাবায়ে রাখবে পারবে না। আমরা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবই ইনশাআল্লাহ।

আমাদের দুই মেয়াদে বিজিবি’র ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। সামনে নির্বাচন। বিজয়ী হয়ে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেলে বিজিবি-কে বিশ্বের অন্যতম আধুনিক সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...